بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

ইতিপূর্বে বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সম্পর্কিত ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছিলাম। আজ আমি বদর সংক্রান্ত কিছু প্রাসঙ্গিক ঘটনা পেশ করব, যেগুলো ইতিহাসে উল্লেখ আছে এবং জানা জরুরী। যেমনটি পূর্ববর্তী খুতবায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বদরের ময়দানে তিন দিন অবস্থান করেছিলেন, এবং তৃতীয় দিনে, তিনি (সা.) আরোহীদের জিন (লাগাম) শক্ত করতে বললেন।

বদরের ময়দান থেকে তিনি (সা.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা.) এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)-কে বদরের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে মদীনায় প্রেরণ করেন, অতঃপর মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসার যাত্রা শুরু করেন।

এই বিজয়ী কাফেলায় কুরাইশ মক্কার সত্তরজন বন্দীও উপস্থিত ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ আছে যে, তাদের মধ্যে দু'জন নাযর ইবনে হারিস এবং উকবা ইবনে আবি মুয়াইত যুদ্ধাপরাধের অধীনে পথে নিহত হয়েছিল, তবে সকল ঐতিহাসিক এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। আল্লামা ইবনে ইসহাক বলেন, মহানবী (সা.) 'সাফরা' নামক স্থানে পৌঁছলে হযরত আলী (রা.) নাযর ইবনে হারিসকে হত্যা করেন। তার বোন ভাইয়ের মৃত্যুতে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন। মহানবী (সা.) যখন কবিতার পঙক্তিগুলির কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি (সা.) খুবই ব্যথিত হলেন এবং বললেন, নাযরকে হত্যার আগে যদি এই পঙক্তিগুলি আমার কাছে পৌঁছে যেত, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিতাম। কিছু জীবনীকার বিষয়টি অস্বীকার করেন, কেউ কেউ আবার আদ্যোপান্ত এই ঘটনাটিরই অস্বীকার করেন। যাইহোক, (প্রকৃত বিষয়টি)

আল্লাহ্ তাআলা উত্তম জানেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কোন কোন ঐতিহাসিক কারারুদ্ধ নেতাদের মধ্যে উকবা ইবনে আবি মুয়াইতের নাম উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন যে, তাকে কারাগারে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল, তবে তা সত্য নয়। ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, উকবা ইবনে আবি মুয়াইত যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছিল এবং মক্কার সেসব নেতাদের মধ্যে সেও একজন ছিল যাদের লাশ একটি গর্তে দাফন করা হয়েছিল। তবে অধিকাংশ বর্ণনা থেকে এটা প্রমাণিত যে নাযর ইবনে হারিসকে হত্যা করা হয়েছিল। তাকে হত্যার মূল কারণ ছিল, সে মক্কায় নিরীহ মুসলমানদের হত্যার জন্য সরাসরি দায়ীদের মধ্যে ছিল। এটা নিশ্চিত যে, যদি কাউকে হত্যা করা হয় তবে সে ছিল নাযর ইবনে হারিস যাকে 'কিসাস'এর (যুদ্ধাপরাধের তৎকালীন প্রতিশোধ ব্যবস্থাপনা) অধীনে হত্যা করা হয়।

বদর-এর যুদ্ধে মুশরিকদের নেতাসহ সত্তর জন কাফের নিহত হয় এবং সত্তর জন বন্দী হয়। সহীহ বুখারীতে আছে যে, বদরের দিনে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ একশ' চল্লিশ লোকের ক্ষতি সাধন করেছিলেন, অর্থাৎ সত্তর জন বন্দী এবং সত্তর জন নিহত হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরাম এই বন্দীদের সাথে অত্যন্ত সদয় আচরণ করতেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন সৌভাগ্যবান বন্দী ছিলেন যারা ইসলামের শিক্ষা এবং সাহাবাদের নৈতিকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব, আকীল বিন আবি তালিব, নওফাল বিন হারিস, আবুল আস বিন রাবি, আবু আজিয, খালিদ বিন হিশাম, আবু উইদাহ বিন সাহমি, আবদুল্লাহ্ বিন আবি বিন খালাফ জামহি, ওয়াহিব বিন উমাইর জামহী, সুহাইল বিন উমর (রা.) ও আমরি প্রমুখ। তাঁরা সবাই ফিদিয়া (ক্ষতিপূরণ) দিয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন।

বদর যুদ্ধের সাথে একটি সংযোগ রোমান সাম্রাজ্যের বিজয়ও। রোমান সাম্রাজ্যের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মহানবী (সা.) এবং এটি বদর যুদ্ধের সাথেও সম্পর্কিত, তাই এর বিবৃতিটি এখানেও উপযুক্ত। সূরা রুম নবুওয়তের পঞ্চম বছরে নাযিল হয়েছিল, যেখানে রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্যলাভের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা যখন এর প্রথম আয়াতগুলি নাযিল করেন, সে সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মক্কার আশেপাশে এই আয়াতগুলি তেলাওয়াত করে ঘোষণা করতে থাকেন যে,

الٓمٓ ۔ غُلِبَتِ الرُّوۡمُ ۔ فِیۡۤ اَدۡنَی الۡاَرۡضِ وَہُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ غَلَبِہِمۡ سَیَغۡلِبُوۡنَ ۔ فِیۡ بِضۡعِ سِنِیۡنَ

অর্থাৎ, আমিই আল্লাহ্, সবচেয়ে জ্ঞানী। রোমানরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী দেশে, এবং পরাজিত হওয়ার পর তারা অবশ্যই আবার বিজয়ী হবে। তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, যখন পারস্য ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, তখন মুসলমানরা রোমানদের বিজয় পছন্দ করত কারণ তারা কিতাবধারী (অর্থাৎ আহ্লে কিতাব) ছিল। যদিও অবিশ্বাসী কুরাইশরা পারস্যদের বিজয় পছন্দ করত কারণ তারা ছিল 'মজুসী' (অর্থাৎ জরাথুস্ট্রের মান্যকারী পারসি)। এ বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) ও আবু জাহলের মধ্যে একটি বাজি ধরা হয় এবং পাঁচ বছর মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। মহানবী (সা.) বলেন, 'এখানে بضع শব্দ আছে আর 'বিযঈ' শব্দটি দ্বারা নয় বছর বা সাত বছর পর্যন্ত বোঝানো হয়, তাই মেয়াদ বৃদ্ধি করুন।' অতঃপর তিনি (রা.) তাই করলেন। পরিশেষে রোমানরা জয়লাভ করেছিল। শাবি বলেন, সেই যুগে বাজি ধরা হালাল ছিল।

মহানবী (সা.) যেসব ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার মধ্যে ছিল রোমের আধিপত্যের সুস্পষ্ট ও

অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী। আরবের দুই প্রান্তে পারস্য ও রোমের সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। দু'জনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। নবুওতের পঞ্চম বছরে ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। যুদ্ধের ফলাফল প্রত্যাশার বিরুদ্ধে ছিল। কাফেররা মুসলমানদেরকে ঠাট্টা করে বলেছিল যে, তোমরা যদি আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে সেক্ষেত্রে আমরাও বিজয়ী হতাম। রোমানরা তখন শোকাবহ অবস্থায় ছিল। তাদের কোষাগার খালি ছিল। সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। দেশে বিদ্রোহ হয়েছিল। হেরাক্লিয়াস এমন একজন বিলাসপ্রেমী রাজা ছিল, যে কোনও কাজের ছিল না। রোমানদের কর প্রদানের জন্য লজ্জাজনক শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল যে স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশম এবং এক হাজার কুমারী তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। রোমানদের দুর্বলতার অবস্থা এমন ছিল যে তারা এই লজ্জাজনক শর্তগুলো মেনে নিয়েছিল। ইরানের অহংকারী সম্রাট খসরু বলে, আমি এসব চাই না কিন্তু হেরাক্লিয়াসকে আমার সিংহাসনের নীচে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে এবং সে সূর্যদেবের সামনে মাথা নত করবে, তারপর আমি সন্ধি গ্রহণ করব।

রোমের পতনের ইতিহাসের বিখ্যাত লেখক ও ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন হেরাক্লিয়াসের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে রোমান সম্রাট তার শেষ সময়ে একজন নপুংসক দর্শক ছিলেন। হেরাক্লিয়াসের প্রকৃতিতে এই আকস্মিক বিপ্লব এবং এই আশ্চর্যজনক পরিবর্তন এবং এর কারণগুলির বর্ণনায়, রোমের ইতিহাসের লেখকরা অদ্ভুত জিনিস তৈরি করেছেন, কিন্তু গিবন লিখেছেন যে তারা কি জানত যে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে দূরে, রোমানদের সাহায্য করার জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হাত প্রসারিত হয়েছিল এবং এটি ছিল এই বিপ্লব ও পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক কারণ। মুসতাদরাক ও তিরমিযীতে বর্ণিত বিষয়টি তিনি উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন রোম ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় তখন মুশরিকরা ইরানীদের পক্ষে ছিল কারণ তারাও ছিল মূর্তিপূজক এবং মুসলিমরা ছিল রোমানদের পক্ষে, কারণ তারা ছিল আহলে কিতাব। ৬২১ খ্রিস্টাব্দে হেরাক্লিয়াস যুদ্ধক্ষেত্রে সিজার (সম্রাট অর্থাৎ বিজয়ী) হয়েছিল। আর এইভাবে আরবের নবী উম্মি (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। বদরের যুদ্ধে যখন মুসলমানরা কাফেরদের পরাজিত করেছিল, একই সময়ে রোমানরাও ইরানীদেরকে পরাজিত করেছিল।

কিছু কিশোর এবং অল্প বয়স্ক যুবক আমাকে লেখে যে, আমরা কিভাবে জানব যে ইসলামই সত্য ধর্ম এবং মহানবী (সা.) হলেন প্রকৃত সত্য নবী। এখানকার পরিবেশ তাদের প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। তারা ইসলামের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। তাদের উচিত অন্যদের অভিব্যক্তি এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে নজর দেওয়া। অভিভাবকদেরও নিজেদের পড়াশোনা করা উচিত এবং শিশুদেরকেও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো দেখানো উচিত যে, এগুলো কিভাবে ইসলামের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করে। পিতামাতা এবং যুবক উভয়েরই তাদের জ্ঞান বাড়াতে হবে। শুধু প্রশ্ন করাই যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন করতে চাইলে নিজে জ্ঞান অর্জন করুন। আমাদের সংগঠনগুলিকেও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আবির্ভাব হয়। ৬১০ সাল থেকে, রোম এবং পারস্য সংঘাত শুরু হয়। ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা হয়। ৬১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে, রোমানদের পরাজয় শুরু হয়। ৬১৬ খ্রিস্টাব্দ, রোমানদের পরাজয় সম্পূর্ণ হয়। ৬২২ থেকে, রোমানরা আবার আক্রমণ শুরু করে। তার সাফল্য শুরু হয় ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে। ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে তার বিজয় সম্পন্ন হয়। এই ক্রমানুসারে দেখলে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা হল পরাজয়ের শুরু থেকে জয়ের শুরু পর্যন্ত যোগ করলেও নয় বছর হয়। আবার পরাজয়ের শেষ থেকে জয়ের শুরুতে গণনা করলে হবে নয় বছর। এই বিজয়ের পরে, হেরাক্লিয়াস আবার অলস এবং অর্কমণ্য সম্রাটে পরিণত হয়। মনে হলো প্রকৃতির

হাত কয়েক বছর ধরে তার মনকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাকে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার পর বিলাসিতা ও অবহেলার বিছানায় শায়িত করে দিয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) এর সময়ে ইরানী জনগণ ছিল মুশরিক এবং সিজার রোম একেশ্বরবাদী ছিল এবং তারা বিশ্বাস করত না যে মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র। এই বিষয়ের উপর আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "এখন ভেবে দেখুন এটা কী চমৎকার ও মহিমান্বিত ভবিষ্যদ্বাণী। এটা এমন এক সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যখন মুসলমানদের উপর দুর্বল অবস্থা বিরাজমান ছিল, না ছিল কোনো সরঞ্জাম বা শক্তি। এমন পরিস্থিতিতে বিরোধীরা বলতো যে এই দল খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে। সময়ও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, রোমানরা যেদিন পারস্য জয় করবে, মুসলমানরাও খুশি হবে। সুতরাং, যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়েছিল বদরের দিনে, যেখানে রোমানরা বিজয়ী হয়েছিল এবং অন্যদিকে মুসলমানরাও বিজয় লাভ করেছিল।

হুজুর আনোয়ার বলেন, এই ধারাবাহিকতা এখন অব্যাহত থাকবে। বাকি আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুজুর আনোয়ার মোকাররম ফিরাস আলী আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব ইউকে-এর নেক আমল ও জামাতীয় সেবার কথা উল্লেখ করেন এবং জুমার নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পাঠের ঘোষণা প্রদান করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
22 September 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in